ঢাকা মহানগরীর পল্লবীতে পুলিশের গুলিতে মোঃ শাহ্ আলম নিহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

৩১ ডিসেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.১৫ টায় ঢাকা মহানগরীর পল্লবী থানার মিল্কভিটা রোডের ঝিলপাড় বস্তির বাসিন্দা মোঃ আলী আকবর ও মরজিনা বেগমের ছেলে মোঃ শাহ্ আলমকে (২৮) পল্লবী থানার পুলিশ সদস্যরা সেকশন-৭, রোড নং ৭, পোস্ট অফিস গলির ১/৬ প্লটের এইচ এন্ড এস পলিথিন কারখানার সামনে গুলি করে হত্যা করে বলে তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়। মোঃ শাহ্ আলম একটি ওয়ার্কসপে গাড়ী ধোয়া মোছার কাজ করতেন। তাঁর নামে কোন থানায় কোন মামলা বা সাধারণ ডায়েরী (জিডি) ছিল না। জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী শাহ্ আলমের বয়স ২৮ বছর। কিন্তু শাহ্ আলমের মৃত্যুর পর পল্লবী থানা পুলিশ অস্ত্র এবং বিস্ফোরক আইনে দুটি মামলা দায়ের করে। মামলার এজাহারে শাহ্ আলমের বয়স ৩০ বছর লেখা হয়।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। অনুসন্ধানের সময় অধিকার কথা বলে-

- নিহত শাহ্ আলমের আত্মীয়-স্বজন
- লাশের ময়না তদন্তকারী ডাক্তার
- মর্গ-সহকারী এবং
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ মোঃ শাহ্ আলম এবং তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র।

উর্মি আক্তার কলি (২০), শাহ্ আলমের স্ত্রী

উর্মি আক্তার কলি অধিকারকে জানান, শাহ্ আলম মিরপুরের একটি ওয়ার্কসপে গাড়ী ধোয়া মোছার কাজ করতেন ও কলি নিজে একটি গার্মেন্টেস এ চাকুরী করেন। তাঁদের আড়াই বছরের এক কন্যা শিশু রয়েছে।

৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.০০টায় শাহ্ আলমকে বাসায় রেখে তিনি তাঁর কর্মস্থলে চলে যান। রাত আনুমানিক ৮.০০টায় তিনি বাসায় ফেরেন এবং শাহ্ আলম বাজার করে আনবেন বলে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। গভীর রাত পর্যন্ত শাহ্ আলম বাসায় না ফেরায় তিনি একই বস্তিতে বসবাসকারী তাঁর শ্বশুড় আলী আকবর ও শ্বাশুড়ী মরজিনা বেগমকে খবর দেন। তাঁর শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়েও তাঁর স্বামীর কোন খোঁজ পাননি।

পরদিন ১ জানুয়ারী ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১২.০০টায় তাঁর শ্বশুর তাঁকে তাঁর কর্মস্থল থেকে ডেকে এনে জানান যে, তাঁর স্বামীকে পুলিশ সদস্যরা গুলি করে হত্যা করেছে। লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে আছে। কিন্তু কোথায়, কিভাবে পুলিশ তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছে তার কিছুই তিনি জানতে পারেননি। ২ জানুয়ারী ২০১৩ তাঁর শ্বশুড় হাসপাতালের মর্গ থেকে তাঁর স্বামীর লাশ বাড়ী আনেন। তিনি তার স্বামীর হত্যাকারীদের বিচার দাবী করেন।

মোঃ আলী আকবর (৫৫), শাহ্ আলমের বাবা

মোঃ আলী আকবর অধিকারকে বলেন, শাহ্ আলম মিরপুরের একটি ওয়ার্কসপে গাড়ী ধোয়া মোছার কাজ করতেন। ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তিনি রাত আনুমানিক ১১.৩০টায় শাহ্ আলমের স্ত্রী উর্মি আক্তার কলির কাছ থেকে জানতে পারেন, শাহ্ আলম সেদিন বাসায় বাইরে গিয়ে আর ফেরেনি। তিনি আত্মীয়স্বজনের বাসাসহ অনেক জায়গায় খোঁজ করেও শাহ্ আলমকে পাননি।

১ জানুয়ারী ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.০০টায় শামীম আহমেদ নামে শাহ্ আলমের এক বন্ধু তাঁকে জানায়, অপরিচিত এক ব্যক্তি মোবাইল ফোনে ফোন করে তাঁকে বলেছে যে, শাহ্ আলম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছে। একথা বলেই সংযোগটি কেটে দিয়ে মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেয়।

মোঃ আলী আকবর আরো জানান, তিনি শামীম আহমেদ এবং তাঁর স্ত্রী মরজিনা বেগমকে নিয়ে সকাল আনুমানিক ৯.০০টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান। হাসপাতালে শাহ্ আলমকে খুঁজে না পেয়ে মর্গে যান। মর্গের মেঝেতে শাহ্ আলমের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি দেখেন, লাশের বাম উরুতে ১টি এবং বুকের বামপাশে ১টি গুলিবিদ্ধ হওয়ার চিহ্ন রয়েছে। সে সময় একজন পুলিশ সদস্য তাঁকে বলেন, লাশের ময়না তদন্ত শেষ হলে লাশ ফেরত দেয়া যাবে। তিনি সারা দিন মর্গের পাশেই বসে থাকেন। সন্ধ্যা আনুমানিক ৫.০০টায় ঐপুলিশ সদস্য তাঁকে জানান, ডাক্তার না থাকায় ময়না তদন্ত সম্ভব নয়। সেদিন তিনি বাসায় ফিরে যান। ২ জানুয়ারী ২০১৩ সকাল আনুমানিক ১০.০০টায় লাশ নেয়ার জন্য আবারও মর্গে যান। সেদিন দুপুরে লাশের ময়না তদন্ত হয়। লাশ দেয়ার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে মর্গ-সহকারী তার কাছ থেকে ৫০০টাকা নেন। বিকেল আনুমানিক ৩.৩০টায় পুলিশ সদস্যরা তাঁকে লাশ দিলে তিনি ১৬০০টাকা দিয়ে এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে লাশ বাসায় নিয়ে যান। লাশ বহনকারী এ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে সঙ্গে পল্লবী থানার দুইটি পুলিশ ভ্যানে অনেক পুলিশও তাঁর সঙ্গে যায়। বাসায় লাশের গোসল সম্পন্ন হলে সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.০০টায় পল্লবীর ১১ নম্বর সেকশন এর জান্নাতুল মাওয়া কবরস্থানে নিয়ে জানাযা শেষে সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০০টায় লাশের দাফন সম্পন্ন করেন। দাফন শেষ হলে পুলিশ সদস্যরা চলে যায়। তিনি বলেন, তিনি দরিদ্র মানুষ, বস্তিতে ঠাঁই নিয়ে ফুটপাতে সব্জির ব্যবসা করে দুমুঠো খাবার সংগ্রহ করেন। তিনি তাঁর ছেলে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে চান এবং বিচার দাবী করেন।

জিয়াসমিন আক্তার (১৮), শাহ্ আলমের ভাগ্নি ও প্রতিবেশী

জিয়াসমিন আক্তার অধিকারকে জানান, ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৫.২০টায় একজন লোক শাহ্ আলমের মোবাইল ফোনে করে তাঁকে কোন একটি জায়গায় যেতে বলে। তখন শাহ্

আলম মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে বাসা থেকে বের হয়ে যান। তিনি জানান, ১ জানুয়ারী ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১২.০০টায় শাহ্ আলমের বাবা মোঃ আলী আকবরের কাছে জানতে পারেন, পুলিশ শাহ্ আলমকে গুলি করে হত্যা করেছে। জিয়াসমিন আক্তারের ধারণা, শাহ্ আলমকে মোবাইল ফোনে কল দিয়ে ডেকে নিয়েই পুলিশ সদস্যরা তাঁকে হত্যা করে থাকতে পারে।

সাইদুর রহমান (৪৮), চায়ের দোকানদার, পোষ্ট অফিসের গলি, সেকশন-৭, রোড-৭, মিরপুর আবাসিক এলাকা, পল্লবী, ঢাকা

সাইদুর রহমান অধিকারকে জানান, ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.০০টায় তার দোকানের পশ্চিম পাশে একটি গুলির শব্দ শোনেন। তিনি দেখতে পান, এইচ এন্ড এস পলিথিন কারখানার সামনে প্রায় ৫জন পুলিশ সদস্য ও একটি সাদা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ সদস্যরা এক যুকবকে টেনে মাইক্রোবাসে তোলে এবং মাইক্রোবাসের দরজা বন্ধ করে দেয়। কিছু লোক তখন এগিয়ে এলে পুলিশ সদস্যরা প্রথমে বাধা দেয়। পরে পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত লোকজনকে জানায়, ছিনতাইকারীদের সঙ্গে পুলিশ সদস্যদের গুলি বিনিময় হয়েছে এবং একজন ছিনতাইকারীকে তারা আটক করেছে। পরে মাইক্রোবাসটি নিয়ে পুলিশ সদস্যরা দ্রুত চলে।

এসআই মোঃ এনামুল হক, পল্লবী থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

এসআই মোঃ এনামুল হক অধিকারকে জানান, ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৭.৫৫টায় অফিসার ইনচার্জ মোঃ আব্দুল লতিফ শেখ সোর্সের মাধ্যমে খবর পেয়ে তাঁকে জানান, একটি গার্মেন্টস এর মালিককে হত্যা করার উদ্দেশ্যে পল্লবীর সেকশন-৭, রোড নং ৭, পোস্ট অফিস গলির ১/৬ প্লটের এইচ এন্ড এস পলিথিন কারখানার সামনে অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীরা অবস্থান নেবে। তিনি এখবর পেয়ে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে রাত আনুমানিক ৮.১৫টায় সেখানে উপস্থিত হন। রাত আনুমানিক ৮.২৫টায় ৩ যুবককে এইচ এন্ড এস পলিথিন কারখানার সামনে আসতে দেখে তিনি তাদের থামতে বলেন। তখন ৩ যুবক পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে পুলিশ সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষন ও বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। এসময় তিনিও যুবকদের লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি ছোঁড়েন। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখেন, একজন সন্ত্রাসী ডান হাতে একটি রিভলবার সহ রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। তিনি তখন তার নাম জানতে চান, গুলিবিদ্ধ সন্ত্রাসী তার নাম শাহ্ আলম বলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তিনি তখন একটি জব্দ তালিকা তৈরি করে আটককৃত শাহ্ আলমকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। তিনি থানায় এসে মোঃ শাহ্ আলম (৩০), পিতা ও ঠিকানা অজ্ঞাতসহ আরো ২জনকে আসামী করে ২টি মামলা দায়ের করেন।

প্রথম মামলা নম্বর ৫৪; তারিখঃ ৩১/১২/২০১২। ধারা-১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯-ক। দ্বিতীয় মামলা নম্বর ৫৫; তারিখঃ ৩১/১২/২০১২। ধারা-৩৫৩/৩৩২/৩৩৩/৩০২ দ-বিধি তৎসহ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উৎপাদনাবলী আইনের ৩/৪ ধারা। তিনি জানান, মামলা ২টির তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আব্দুল আজিজ।

এসআই আব্দুল আজিজ, পল্লবী থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

এসআই আব্দুল আজিজ অধিকারকে জানান, ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে এসআই মোঃ এনামুল হক পল্লবী থানায় দুটি মামলা দায়ের করেন। মামলা দুইটির নম্বর ৫৪ এবং ৫৫। তিনি মামলা দুটির তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে শাহ্ আলমের খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, হাসপাতালের চিকিৎসক শাহ্ আলমকে মৃত ঘোষনা করেছে। তিনি লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, লাশের বুকের বাম পাশে একটি এবং বাম উরুতে একটি গুলির চিহ্ন ছিল। লাশের ময়না তদন্ত শেষে তিনি লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি জানান, শাহ্ আলমের নামে কোন থানায় বা আদালতে কোন মামলা বা জেনারেল ডায়েরী নেই। মামলা দুটি তদন্তাধীন থাকায় তিনি আর কিছু বলেননি।

শাহ্ আলমের লাশের ময়না তদন্তকারী ডাক্তার (নাম প্রকাশ না করার শর্তে), সহকারী অধ্যাপক, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

শাহ্ আলমের লাশের ময়না তদন্তকারী ডাক্তার অধিকারকে জানান, ২ জানুয়ারী ২০১৩ শাহ্ আলম নামে এক ব্যক্তির লাশের ময়না তদন্ত করেন। গুলিতেই শাহ্ আলমের মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন। তিনি আর কিছু বলতে চাননি।

সেকেন্দার, মর্গ-সহকারী, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

সেকেন্দার অধিকারকে বলেন, ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১১.৩০টায় পল্লবী থানার পুলিশ সদস্যরা শাহ্ আলম নামে এক মৃত ব্যক্তির লাশ মর্গে আনেন। ১ জানুয়ারী ২০১৩ হাসপাতালে ডাক্তার উপস্থিত না থাকায় ২ জানুয়ারী ২০১৩ দুপুরে লাশের ময়না তদন্ত হয়। যার নম্বর ৮। তিনি দেখেন, লাশের বাম উরুতে এবং বুকের বামপাশে মোট ২টি গুলির চিহ্ন রয়েছে। বিকেল আনুমানিক ৩.৩০টায় শাহ্ আলমের বাবা মোঃ আলী আকবর লাশ নিয়ে চলে যান।

হাফিজ নূর উল্ল্যাহ, জান্নাতুল মাওয়া কবরস্থান, সেকশন-১১, ব্লক-এ, প্রধান সড়ক নং ৩, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা

হাফিজ নূর উল্ল্যাহ অধিকারকে জানান, ২ জানুয়ারী ২০১৩ বিকেলে আলী আকবর নামে এক লোক তাঁকে ডেকে নেন। তিনি শাহ্ আলম নামে মৃত ব্যক্তির লাশের গোসল করান। তিনি দেখেন, লাশের বাম উরুতে ১টি এবং বুকের বামপাশে ১টি গুলিবিদ্ধ হওয়ার চিহ্ন রয়েছে। বাম ভ্রুর কাছেও আঘাতের চিহ্ন ছিল। এছাড়া আর কোন চিহ্ন ছিল না বলে তিনি জানান।

অধিকার এর বক্তব্যঃ

সরকার বিচার বহির্ভূত হত্যাকা- বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিলেও ২০১২ সালে ৭০টি বিচার বহির্ভূত হত্যাকা-ের ঘটনা ঘটে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকা-ের সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করায় এই ধরণের হত্যাকা- ঘটেই চলেছে। যার ফলে আইন ও বিচার প্রক্রিয়ায় বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছে এবং সমাজে দায়মুক্তির সাংস্কৃতি চালু হয়েছে। অধিকার মোঃ শাহ্ আলমকে হত্যার সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিচার ও শাস্তির দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-